চিত্র : ট্রাইকোমোনিয়াসিসে আক্রান্ত ষাঁড় ও গাভীর গর্ভপাত

গবাদিপশুর বিপাকীয় (Metabolic) রোগ ব্যবস্থাপনা

বিপাকীয় রোগ হচ্ছে কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতির কারণে সৃষ্ট অবস্থা যার ফলে পশুর স্বাভাবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলি ব্যাহত হয়। এই অবস্থাগুলি সাধারণতঃ গবাদিপশুর উচ্চ শারীরিক ধকলের কারণে বা গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এবং দুগ্ধ কালীন সময়ে অতিরিক্ত পুষ্টির চাহিদার কারণে ঘটে থাকে। গবাদিপশুর বিপাকীয় রোগগুলির মধ্যে মিল্ক ফিভার এবং কিটোসিস অন্যতম।

ক) মিল্কফিভারঃ সাধারণত এ রোগ গাভীর বাচ্চা প্রসবের পরপর দেখা যায় তবে প্রসবের পূর্বেও দেখা দিতে পারে। প্রসবের সাথে সম্পর্কিত বলে এ রোগকে পারচুরিয়েন্ট পেরোসিস বা দুগ্ধ জ্বর বলা হয়। যদিও এ রোগের নাম মিল্ক ফিভার তবে গাভীর শরীরে জ্বর হয় না।

কারণঃ প্রধানত গাভীর শরীরের রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে দুগ্ধজ্বর হয়। বাচ্চা প্রসবের পর হটাৎ করে ওলানে প্রচুর পরিমানে দুধ উৎপাদন ও শাল দুধের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ব্যয় হওয়ার ফলে এ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

লক্ষণঃ

- পশুর মাথা ও পা কাঁপে এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং হাঁটতে গেলে টলে পড়ে যায়।
- পিছনের পায়ে দুর্বলতার কারণে ভর দিতে না পেরে শুয়ে পড়ে।
- গাভীর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার চেয়ে কম থাকে।
- দ্রুত চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত গাভী মারা যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ আক্রান্ত গাভীকে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়। ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমত দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- গর্ভকালীন শেষ সময়ে গাভীকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট/পাউডার খাবারের সঙ্গে খাওয়ালে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- গাভীর শুষ্ক অবস্থায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় শেষ ৩ সপ্তাহে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড খাবারের সাথে খাওয়ালে মিল্ক ফিভার প্রতিরোধ করা যায়।
- বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীকে vit-D3 ইনজেকশন দিতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর একবারে অধিক পরিমানে দুধ দোহন না করা।

চিত্র : মিল্ক ফিভারে আক্রান্ত গাভী

খ) কিটোসিস :

কিটোসিস দুগ্ধবতী গাভীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় সমস্যা। গাভীর লিভার কর্তৃক ফ্যাটি এসিড কে গ্লুকোজ-এ রূপান্তরে বিঘ্ন ঘটার ফলে রক্তে কিটোন বডির পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্যা দেখা দেয়। কিটোসিস গাভীর দুধ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত যা অধিক দুধ উৎপাদন এবং তুলনামূলক স্বল্প শক্তি উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট।

লক্ষণ :

- গাভীকে অবসাদ গ্রস্থতা দেখায় এবং শরীরে দুর্বলতা দেখা দেয়। শরীরের ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। শরীরের তাপ বৃদ্ধি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে কিটোনের মিষ্টি গন্ধ অনুভূত হয়। তীব্র ক্ষেত্রে উত্তেজিত অবস্থা, মাটি খাওয়া, পার্শবর্তী দেয়াল কামড়ানো, বৃত্তাকারে ঘোরা, ডাকা ডাকি করা।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ কিটোসিস রোগের চিকিৎসা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করতে হবে। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমান পূণঃরুদ্ধার করা। সে মোতাবেক গ্লুকোজের পরিমান বৃদ্ধিকল্পে নিম্ন পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

- খাদ্যে শুষ্ক পদার্থ গ্রহণে উৎসাহিত করা, ভালমানের খড়, সাইলেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্য ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা।
- খাদ্যে এডেটিভ যুক্ত করা, সাধারণতঃ খাদ্যে ইষ্ট যুক্ত করে শুষ্ক পদার্থ গ্রহণে উৎসাহিত করা যায়।
- গর্ভাবস্থায় গাভীকে অধিক মোটা বা মেদযুক্ত না করা।

চিত্র : কিটোসিসে আক্রান্ত গাভী

প্রকাশনায়: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২১

গবাদিপশুর ওলানফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

গবাদি পশুর ওলান ফোলা রোগ (Mastitis) ব্যবস্থাপনা

গাভীর ওলানের কোষ বা টিস্যুর প্রদাহকে ওলান প্রদাহ এবং সৃষ্ট রোগকে ওলান ফোলা রোগ বলে। এ রোগের কারণে গাভীর দুধ কমে যাওয়া থেকে শুরু করে ওলান বা বাট স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমন কি গাভী মারাও যেতে পারে।

কারণঃ

- কতিপয় জীবাণু গাভীর ওলানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ওলানে আঘাতজনিত কারণে (বাছুরের দাঁতের মাধ্যমে, ত্রুটিপূর্ণ দোহন ইত্যাদি) ক্ষত সৃষ্টি হলে ওলানে জীবাণুর বংশ বিস্তার ঘটে;
- ওলানের বাট সরাসরি কোন নোংরা থেকে বা দুধ দোহনকারীর হাত হতে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে;
- আংশিক দোহন এর ফলে ওলানে দুধ জমা থাকলে ওলানের ছিদ্র দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে ওলান প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষণঃ

- ওলানে প্রদাহের প্রধান লক্ষণ হলো ওলান ফুলে শক্ত হয়ে যাওয়া;
- ওলানে ব্যাথা এবং দুধের সাথে ছানার মত জমাটবাধা দুধ ও রক্ত দেখা যায়;
- ওলানের অংশ বিশেষ বা বাট একদিকে বাঁকা হয়ে যায়। পুঁজ তৈরী হতে পারে;
- ওলানের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং গাভীর খাবারে অরুচি হয়;
- ওলান ফোলার কারণে গাভী শুতে পারে না এবং খুড়িয়ে হাঁটে;
- পরবর্তীতে ওলানের যে বাট বা কোয়াটার আক্রান্ত হয় সেই কোয়াটারে ফোঁড়া পরিলক্ষিত হয় এবং ফোঁড়া ফেটে যাওয়া স্থান দিয়ে টিস্যু পঁচে বের হয়ে আসতে দেখা যায়;
- আক্রান্ত বাট পরবর্তীতে অন্য বাটের তুলনায় কিছুটা ছোট হয়ে আসে এবং অকেজো হয়ে পড়ে।

চিকিৎসাঃ আক্রান্ত গাভীকে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শমত দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। ওলান প্রদাহ শুরুর সংগে সংগে চিকিৎসা করলে গাভীর দুধ উৎপাদনে কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে দ্রুত সুস্থ করা সম্ভব।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- প্রসবকারী গাভীর জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- গাভীর দুধ দোহনের পূর্বে এবং পরে দোহনকারীর হাত ও ওলান জীবাণু নাশকসহ কুসুম গরম পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে;
- একই খামারে ওলান ফোলা রোগে আক্রান্ত গাভীকে সবার শেষে দোহন করতে হবে;
- গাভীর ঘর নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে;
- বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর গাভীকে অত্যধিক খাদ্য খাওয়ানো যাবে না। কারণ এতে দুধের চাপ বেড়ে যায়। বাচ্চা প্রসবের পর প্রথম দিন বারবার দুধ দোহন করতে হবে।
- ওলানে অতিরিক্ত দুধ যাতে না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গর্ভবতী অবস্থায় এন্টিম্যাস্টাইটিস ঔষধ বাটের মধ্যে প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

চিত্র : ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্ত গাভীর ওলান

গবাদিপশুর প্রজনন (Reproductive) রোগ ব্যবস্থাপনা

গবাদিপশুর ক্ষেত্রে প্রজনন সংক্রান্ত রোগ খুবই গুরুত্ব বহন করে। উন্নত জাতের প্রাণিতে প্রজননতন্ত্রের রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। প্রজনন সংক্রান্ত রোগ সচরাচর পশুর মৃত্যু ঘটায় না, তবে ব্যাপকভাবে উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। গবাদিপশুর গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন রোগগুলো-ব্রুসোলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস ইত্যাদি।

ক) ব্রুসোলোসিসঃ ব্রুসোলোসিস একটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ, এই রোগে আক্রান্ত হলে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গর্ভপাত ঘটে, ফুল আটকে থাকে এবং গাভী বন্ধ্যাত্ব রোগে ভোগে। ষাঁড় গরুর অন্ডকোষে প্রদাহ হয়। এ রোগ পশু থেকে মানুষে ছড়াতে পারে।

রোগ সংক্রমণঃ আক্রান্ত পশুর সদ্যজাত বাছুর, ঝিল্লি, জরায়ু হতে নিসৃত রস, সিমেন এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ পশুতে ছড়ায়।

লক্ষণঃ

- সাধারণত গর্ভধারণের ৫-৭ মাসের মধ্যে গর্ভপাত হয়ে থাকে। গর্ভপাতের কয়েক দিন পূর্ব হতে লালচে রং এর চিটচিটে আঠালো স্রাব হয়;
- প্রসবের পরপর বাচ্চা মারা যায় বা গাভী মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং গর্ভফুল আটকে যায় ও পচন ধরে। পশু অনুর্বরতা রোগে ভোগে;
- পশুর খাবারের প্রতি অরুচি হয়;
- গাভী পুনঃপুনঃ গরম হয়, কিন্তু গর্ভধারণ করে না।

চিকিৎসাঃ এ রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- খামারে নতুন গাভী সংযোজনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে উক্ত পশুর ব্রুসোলোসিস আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;
- গর্ভপাত ঘটিত জরায়ুর নিঃসরণ, ভ্রূণ ও ফুল মাটির গভীরে পুঁতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলা উচিত;
- গাভীকে স্বাভাবিক প্রজননের পরিবর্তে কৃত্রিম প্রজনন করাতে হবে।

চিত্র : ব্রুসোলোসিসে আক্রান্ত গাভীর গর্ভপাত

খ) ট্রাইকোমোনিয়াসিসঃ ট্রাইকোমোনিয়াসিস প্রোটোজোয়া ঘটিত গবাদিপশুর একটি মারাত্মক রোগ, যার ফলে গর্ভপাত, অস্থায়ী প্রজননহীনতা এবং অন্যান্য সংকট দেখা যায়।

রোগ সংক্রমণঃ সংক্রমিত ষাঁড় দ্বারা প্রজননের ফলে সুস্থ গাভী বা বকনায় এ রোগ সংক্রমিত হয়। ষাঁড় একবার এ রোগে আক্রান্ত হলে সারা জীবন রোগের জীবানু বহন করে। আক্রান্ত গাভীর জরায়ু, গর্ভপাতের ভ্রূণ ও ষাঁড়ের লিঙ্গমুন্ডের উপরিভাগ রোগ জীবানু বহন করে।

লক্ষণঃ

- আক্রান্ত গাভীর গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত হয়ে থাকে।
- গাভীর জরায়ু হতে পুঁজ নির্গত হয় এবং জরায়ুতে প্রদাহ হয়।
- কখনো কখনো জরায়ুতে ভ্রূণের মৃত্যুর পর জরায়ু প্রদাহ সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা : আক্রান্ত গাভীর জরায়ুতে প্রদাহ এবং পুঁজ হলে বা গর্ভপাত হলে দ্রুত ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শে চিকিৎসা দিতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- আক্রান্ত ষাঁড়কে খোঁজাকরণ করা। যে সব পশু সুস্থ্য হয় না, সেসব পশুকে জবাই করা যেতে পারে।
- রোগাক্রান্ত পশুর ঘর, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পরিচর্যাকারীর হাত ও শরীর জীবাণুনাশক দিয়ে ভালভাবে নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রজননের পরিবর্তে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ বন্ধ করা যায়।